# সাঈদীর তাফসীর মাহফিল বাতিল এবং ঈদে মিলাদুন্নবী ও জশনে জুলুছের অনুমতি দেওয়ায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ) -এর পক্ষ হতে সরকারকে ধন্যবাদ।

এবার ঈদে মিলাদুন্নী (দঃ) ও জশনে জুলুছের একক বিজয় হয়েছে। অপরদিকে সাড়ে সাত বছরের জীবনী পালনকারী সীরাতুন্নবী ওয়ালাদের ভরাডুবি হয়েছে। ঈদে মিলাদুন্নবীর মাসে ২রা রবিউল আউয়ালে চট্টগ্রামে সাঈদীর ৫দিন ব্যাপী তাফসীর মাহফিলের নামে যারা রাজনীতিতে নীরব আগমনের পাঁয়তারা করেছিল- সেই জামাত শিবিরের গোপন ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেছে -সরকারের তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। সেজন্য উপদেষ্টা সরকার প্রধানকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)-এর পক্ষ হতে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। দেশব্যাপী জশ্নে জুলুছের ঢল নেমেছিল এবার। সর্বত্র ছিল আনন্দ উৎসবের জোয়ার। ১১৯৩ সালে মিশরে সরকারীভাবে জশনে জুলুছ বের করার প্রমাণ পাওয়া যায় ইতিহাসে। পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশে সরকারীভাবে জশ্নে জুলুছ পালন করা হলেও বাংলাদেশে ছিল এর ব্যতিক্রম। এদেশ ছিল ওহাবী ও মউদূদী কবলিত। তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে বাংলাদেশে সেই জশ্নে জুলুছ পূনঃ চালু করেন গাউসে জামান হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। আজ বাংলাদেশের সমস্ত পীর মাশায়েখ, দরবার ও খানকা -তথা সুন্নী মুসলমানরা হুযুর কেবলা সৈয়দ তৈয়ব শাহ্ (রাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জশনে জুলুছ বের করছেন। এটাই মুজাদ্দিদ হওয়ার প্রমাণ। আমরা সরকারের নিকট দাবী করছি- আগামী বৎসর হতে যেন সরকারীভাবে ১২ই রবিউল আউয়ালকে "জশনে জুলুছ দিবস" ঘোষণা করা হয় এবং সরকারীভাবেই যেন জশ্নে জুলুছ বের করা হয়।

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল

(মহাসচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ)